১

ব্রিটিশ সংবিধান

ভুমিকা ঃ

গ্রেট ব্রিটেন একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। পার্লামেন্ট দ্বারা শাসিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বলা হয় "পার্লামেন্ট সমূহের জননী"। বিশ্বের প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশের শাসন ব্যবস্থাই কমবেশী গ্রেট ব্রিটেনের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে আধুনিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্রিটিশ সংবিধান কোন নির্দিষ্ট গণপরিষদ কর্তৃক বা কোন বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক বা কোন রাজাদেশ বলে সৃষ্টি হয়নি, বরং তা দীর্ঘ ঐতিহ্যের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বা প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটেনের সংবিধান অতি প্রাচীন হলেও, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক মন্‌রো উল্লেখ করেন ব্রিটেনের সংবিধান রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের জটিল সংমিশ্রণ। ব্রিটিশ সংবিধান মূলত সনদ, চুক্তিপত্র আইন ও বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত এবং ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সংবিধান একটিমাত্র দলিল নয় বরং তা হাজারো দলিলের মিলিত রূপ।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ - ১ ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস।*
- *পাঠ -২ ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।*
- *পাঠ -৩ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বা প্রথা।*

পাঠ-১ ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

উদ্দেশ্য ঃ এই পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ ঐতিহাসিক সনদগুলো আলোচনা করতে পারবেন ও বিধিবদ্ধ আইন কি তা বলতে পারবেন;
- ◆ বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও সাধারণ আইন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ প্রথা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ◆ বিখ্যাত আইনবিদদের লেখনি কিভাবে সংবিধানকে প্রভাবিত করেছে তা জানতে পারবেন।

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান একটি অলিখিত সংবিধান। এটি ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। ব্রিটেনের সংবিধান কোন নির্দিষ্ট উৎস থেকে উৎসারিত হয় নি। এর একাধিক উৎস রয়েছে। ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত হলেও এর কিছু কিছু লিখিত অংশও রয়েছে। বাস্তবে, ব্রিটেনের সংবিধান লিখিত এবং অলিখিত উভয় প্রকার উপাদানের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ একে লিখিত আইন এবং আচার ও প্রথার এক অপূর্ব সমন্বয় বলে উল্লেখ করা যায়। নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক উপাদানগুলো গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। যথা ঃ

ব্রিটেনের সংবিধান লিখিত এবং অলিখিত উভয় প্রকার উপাদানের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক সনদ ঃ

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎসগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক সনদের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সংবিধান মূলতঃ একাধিক সনদ ও চুক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এ সকল সনদ ও চুক্তি শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ নির্ধারণ করে থাকে। ফলে তা শাসনতন্ত্রের উৎস রূপে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ১২১৫ সালের মহাসনদ (ম্যাগনাকার্টা), ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইটস, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল ইত্যাদি। এগুলো ব্রিটেনের সংবিধানের বিকাশ ধারায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিদের্শক হিসেবে বিদ্যমান। নাগরিক অধিকার এবং শাসক-শাসিতের সম্পর্ক এসব দলিলে বিবৃত হয়েছে।

বিধিবদ্ধ আইন ঃ

ব্রিটেনের পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনগুলো ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম উৎস। এ সকল আইন ব্রিটেনের পার্লামেন্টে বিভিন্নভাবে প্রণীত হয়েছে। ১৭০১ সালের হেবিয়াস কর্পাস এ্যাক্ট সেটেলমেন্ট, ১৬৭৯, ১৮৩২, ১৮৬৭ এবং ১৮৮৪ সালের সংস্কার আইন সমূহ, ১৯২৮ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন প্রভৃতি সংবিধানের উৎস হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট অ্যাক্ট লর্ড সভার ক্ষমতা সীমিত করে সংবিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ব্রিটেনের পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনগুলো ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম উৎস।

বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ঃ

ব্রিটেনে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত বা বিচারকদের রায় ও ব্যাখ্যা ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস বলে বিবেচিত হয়েছে। বিচার কালে বিচারকগণ বিভিন্ন সনদ, প্রথাগত আইন এবং বিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে নতুন সাংবিধানিক আইনের সৃষ্টি করেছেন। ডাইসির মতে, "ইংল্যান্ডের সংবিধান বিচারকের দ্বারা তৈরি সংবিধান"। ফলে অনেকে ব্রিটেনের সংবিধানকে "বিচারক প্রণীত সংবিধান" (Judge made constitution) বলে থাকেন।

সাধারণ আইন ঃ

ব্রিটেনের সাধারণ আইনগুলো রাজার আদেশ অথবা পার্লামেন্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রথার ভিত্তিতেই বিকাশ লাভ করেছে, বিচারকার্য পরিচালনার সময় বিচারকেরা প্রথাগুলোকে স্বীকার করেন, ব্যক্তির মামলায় প্রয়োগ করেন এবং পরবর্তী মামলার নিস্পত্তির জন্য এগুলো নজির হিসাবে গণ্য করেন। অধ্যাপক অগ্-এর মতে, "এসব রীতি-নীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচলিত থেকে অলংঘনীয়, সুচারু এবং স্থায়ী হয়ে উঠেছে।" এরূপ আইন বিভিন্ন নাগরিক স্বাধীনতারও নিশ্চয়তা

দিয়ে থাকে। যেমন জনসাধারণের পৌর-স্বাধীনতা, সভা সমিতির স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাইরে ব্যক্তি মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

প্রথা সমূহ ঃ

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছ প্রচলিত প্রথা বা প্রথাগত বিধান। প্রথাগত বিধানকে ব্রিটেনের সংবিধানের কেন্দ্র ও আত্মা বলা হয়। প্রথাগুলো আইন নয়, কিন্তু আইনের মত মান্য করা হয়। কিন্তু যারা শাসন পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনা করেন অথবা যারা সরকারের বিরোধিতা করেন তাঁরা সকলেই প্রথাগুলো মেনে চলেন। গ্রেট ব্রিটেনের রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। অগ-এর মতে, "প্রথাগুলো এমন কতকগুলো বুঝাপড়া ও অভ্যাস যা সরকারী কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।" গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি, পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক, ক্যাবিনেটের কাজ ও রাজার ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রথাগত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

প্রথাগত বিধানকে ব্রিটেনের সংবিধানের কেন্দ্র ও আত্মা বলা হয়।

বিখ্যাত আইনবিদদের লেখনি ঃ

বিখ্যাত আইনবিদদের লেখা প্রস্তাবগুলো বিভিন্নভাবে গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানকে প্রভাবিত করেছে। এ সমস্ত লেখকদের রচনায় সংবিধানের আইন সম্পর্কে মূল্যবান ভাষ্য দেখতে পাওয়া যায়। লেখকগণ তাঁদের লেখনীতে প্রথাগত বিধানগুলোকে বিধিবদ্ধ করেছেন। একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ও একটি কেন্দ্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্যমূলকভাবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করছেন। কোন বিষয়ে ইংল্যান্ডের সাংবিধানিক বিধান বুঝার জন্য এসব ভাষ্য পাঠ করা যেতে পারে। ওয়ালটার বেজহট, এ. ভি. ডাইসী, হ্যারল্ড লাস্কি, ডব্লিউ. আর. অ্যানসন প্রমুখের গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

সারকথা ঃ

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান কোন সচেতন প্রচেষ্টার ফল নয়। বরং তা দেশাচার, প্রচলিত বিধিবিধান, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ও অতীতের ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই সংবিধান বিশেষ একটি উৎস হতে উৎসারিত হয় নি, বরং তা বহু উৎসের ফলস্বরূপ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এ সংবিধান পরিবর্তিত অবস্থার মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়েছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্রিটেনের সংবিধান বারবার পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা কোন দেশের সংবিধানের উৎস ?
   ক. যুক্তরাষ্ট্রের;
   খ. ব্রিটেনের;
   গ. হল্যান্ডের;
   ঘ. সুইজারল্যান্ডের।

২. পিটিশন অব রাইটস কতসালে সংঘটিত হয়েছিল ?
   ক. ১৬২৮;
   খ. ১৭২৮;
   গ. ১৯২৮;
   ঘ. ১৮১৫।

৩. ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট এ্যাক্ট ক্ষমতা সীমিত করে
   ক. কংগ্রেসের;
   খ. সিনেটের;
   গ. লর্ড সভার;
   ঘ. কমন্স সভার।

৪. "ইংল্যান্ডের সংবিধান বিচারকের তৈরী সংবিধান।" - এ উক্তিটি কার ?
   ক. টি এইচ গ্রীন;
   খ. এ ভি ডাইসি;
   গ. গার্নার;
   ঘ. লাস্কি।

উত্তরমালা ঃ ১. খ, ২.ক, ৩.গ, ৪.খ।

প্রশ্নঃ টীকা লিখুন

১.
   ক. ঐতিহাসিক সনদ।
   খ. বিধিবদ্ধ আইন।
   গ. প্রথা।
   ঘ. সাধারণ আইন।

ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

পাঠ-২

উদ্দেশ্য ঃ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্রিটেনের সংবিধানের কার্যকারিতা ও শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ বিচার করে সংবিধানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। যথাঃ-

অলিখিত সংবিধান ঃ

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি অলিখিত শাসনতন্ত্র। এ সংবিধানের এমন কোন দলিল নেই, যেখানে ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত মূল বিধানগুলো উল্লিখিত আছে। এই সংবিধান সাধারণ আইন, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, লোকাচার, প্রথা প্রভৃতির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য এই সংবিধানের অধিকাংশ অংশ অলিখিত আকারে থাকলেও এর কিছু কিছু লিখিত উপকরণও রয়েছে। যেমন ঃ ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাগনাকার্টা (Magna charta), ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের পিটিশন অব রাইটাস্ (Petition of Rights), ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট (Act of Settlement), ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট অ্যাক্টগুলো (Parliament of Acts) প্রভৃতি ব্রিটিশ সংবিধানের স্তম্ভ স্বরূপ।

বিবর্তনশীলতা বা গতিশীলতা ঃ

"ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি করা হয় নাই; ধীরে ধীরে এটা জন্ম লাভ করেছে।"

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর প্রবাহমানতা বা গতিশীলতা। ব্রিটিশ সংবিধান যেহেতু কোন সংস্থা কর্তৃক তৈরি হয় নি, সেহেতু এটা জনগণের প্রয়োজন মেটাতে চলমান পরিস্থিতির সাথে ক্রমশঃ খাপ খাইয়ে নিয়ে যুগ যুগ ধরে স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। হাজার বৎসরের প্রবাহমানতায় কোন ছেদ পড়েনি। অধ্যাপক জেনিংস (Jennings) এর মতে, "ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি করা হয় নাই, ধীরে ধীরে এটা জন্ম লাভ করেছে।"

নমনীয়তা ঃ

এ সংবিধানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি সুপরিবর্তনীয় ও নমনীয় প্রকৃতির । এ সংবিধান পরিবর্তন করতে কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় না। সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সংবিধান পরিবর্তন করা যায়। এতে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না। এ সংবিধানে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই নমনীয়তার কারণে ব্রিটিশ সংবিধান সব সময়ই যুগের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম হয়েছে। তবে, ব্রিটিশ সংবিধানকে নমনীয় বললেও কার্যতঃ ইংরেজদের রক্ষণশীলতার জন্য এটা তেমন সুপরিবর্তনীয় নয়। ব্রিটিশ আইনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।

সংবিধান মোতাবেক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান ঃ

এ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অবাস্তবতা। এতে তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ তত্ত্বগত ভাবে ব্রিটেনের শাসন বিভাগের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হয়েছে রাজার উপর, কিন্তু কার্যত তা ক্যাবিনেট প্রয়োগ করে। আবার আইনের চোখে ক্যাবিনেটের কোন অস্তিত্ব নেই। সংবিধান মোতাবেক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু অনেক লেখক মনে করেন ব্রিটিশ কেবিনেট সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ঃ

এ সংবিধান অনুযায়ী, গ্রেট ব্রিটেন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই সব ক্ষমতা ন্যস্ত। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি স্বীকৃতি পায়নি। স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে এখানে সহযোগিতার মন্ত্রই উচ্চারিত রয়েছে।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ঃ

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। পার্লামেন্ট যে কোন বিষয়ে আইন তৈরী, বাতিল বা সংশোধন করতে পারে। আদালত পার্লামেন্টের সকল আইনকেই বৈধ বলে প্রয়োগ করে। আদালত এই আইনকে বাতিল করতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে, ডাইসির অভিমত, "পার্লামেন্ট সব প্রকারের আইন প্রণয়ন করতে পারে, সর্ব প্রকারের আইন বাতিল করতে পারে এবং ব্রিটেনে এমন কোন কর্তৃপক্ষ নেই যা পার্লামেন্ট প্রণীত আইনকে বলবৎ করতে অস্বীকার করতে পারে।" তাই ডি লোমী বলেন " ব্রিটেনের পার্লামেন্টের ক্ষমতা এত ব্যাপক যে, তা নারীকে পুরুষ এবং পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ব্যতীত সকল কার্যই সম্পন্ন করতে পারে।"

সরকারের দায়িত্বশীলতা ঃ

ব্রিটেনের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল-এর দায়িত্বশীলতা। এই সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ তথা শাসন বিভাগ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আইনপরিষদের নিকট দায়ী থেকে শাসনকার্য নির্বাহ করে। অনাস্থা প্রস্তাব, মূলতবী প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার মাধ্যমে আইন পরিষদ মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি করতে বাধ্য করে।

"গ্রেট ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা আইনত অবাধ রাজতন্ত্র, তবে তা কার্যতঃ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।"

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ঃ

ব্রিটেনের সংবিধান বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ব্রিটেনে পার্লামেন্ট, মন্ত্রিপরিষদ, ক্যাবিনেট প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠান রাজতন্ত্র টিকে আছে। তবে ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র টিকে থাকলেও রাজা বা রানী এখানে নামেমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বাস্তবে তাঁর ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। এ প্রসঙ্গে অগ্ বলেন, "গ্রেট ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা আইনত অবাধ রাজতন্ত্র, তবে তা কার্যতঃ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।"

প্রথার প্রাধান্য ঃ

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রথার প্রভাব। প্রথা ব্রিটিশ সংবিধানের প্রাথমিক উপাদানস্বরূপ এবং এগুলো সরকারের বাস্তব কার্যকারিতাকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথার প্রভাবের ফলে এ সংবিধান মূলত অলিখিত সংবিধানে রূপান্তরিত হয়েছে।

আইনের শাসন ঃ

আইনের অনুশাসনের বলেই ব্রিটিশবাসী পূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতার গ্যারান্টি লাভ করেন।

আইনের শাসন ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং তা এ সংবিধানকে মহীয়ান করে তুলেছে। আইনের অনুশাসনের অর্থ (ক) স্পষ্টভাবে আইন লঙ্ঘন না করলে কাউকেই দৈহিক অথবা আর্থিক ভাবে শাস্তি প্রদান করা যাবে না (খ) আইনের চোখে সকলেই সমান ও (গ) মৌলিক অধিকারগুলো বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি। আইনের অনুশাসনের বলেই ব্রিটিশবাসী পূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতার গ্যারান্টি লাভ করেন।

জেনিংসের মতে, ব্রিটিশ সংবিধানের চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমত:** তা গণতান্ত্রিক (democratic), **দ্বিতীয়ত:** তা সংসদীয় **তৃতীয়ত:** রাজতন্ত্রের লক্ষণ রয়েছে, **চতুর্থত:** এতে ক্যাবিনেটের প্রাধান্য রয়েছে ইত্যাদি। সি, এফ, স্ট্রং যথার্থই বলেছেন, "ব্রিটেনের সংবিধান যে কোন সংকট ছাড়াই পরিবর্তিত হয়েছে এবং হঠকারিতা ও আন্দোলন ছাড়াই উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।"

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দিতে পারে।

শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে।

নাগরিক অধিকার ঃ

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে নাগরিকের কি কি অধিকার থাকবে তা স্পষ্টভাবে কোথাও বলা হয়নি। বরং নাগরিকের কি কি অধিকার নেই তা বলা হয়েছে। যেমন ঃ রাজদ্রোহ, কুৎসা প্রচার, অন্য ধর্মের প্রতি অমর্যাদাকর আচরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি ঃ

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হয় নি। এ প্রসঙ্গে রবসন বলেন, " ইংল্যান্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে পার্লামেন্ট শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে না।"

সারকথাঃ

ব্রিটিশ সংবিধান অসংখ্য প্রথা, লোকাচার ও রীতিনীতির সমষ্টি। এ সংবিধান রাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র একটি দলিলে লিপিবদ্ধ নয়। অতীতের ঐতিহ্যে লালিত ক্রমবিবর্তনের ধারায় ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বিকাশ লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. "ব্রিটিশ সংবিধান তৈরী করা হয়নি, তা ধীরে ধীরে জন্মলাভ করেছে।" এ উক্তিটি কে করেছেন?
   ক. জেনিংস;
   খ. উড্রো উইলসন;
   গ. গ্যাটেল;
   ঘ. ডাইসী।

২. এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে–
   ক. যুক্তরাষ্ট্রে;
   খ. ভারতে;
   গ. রাশিয়ায়;
   ঘ. ব্রিটেনে।

৩. "নারীকে পুরুষ এবং পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ব্যতীত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সকল কাজই করতে পারে।" এই উক্তিটি কে করেছেন ?
   ক. ডিলোমী;
   খ. ডাইসী;
   গ. জেনিংস;
   ঘ. মনরো।

৪. কোন শক্তির বলে ব্রিটিশরা নাগরিক স্বাধীনতার গ্যারান্টি লাভ করেছেন?
   ক. আইনের শাসনের বলে;
   খ. পার্লামেন্টের কারণে;
   গ. মন্ত্রিপরিষদের কারণে;
   ঘ. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাবলে।

৫. কোন দেশের সংবিধানে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুপস্থিত?
   ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের;
   খ. ভারতের;
   গ. ব্রিটেনের;
   ঘ. বাংলাদেশের।

উত্তর মালা ঃ ১.ক; ২.ঘ; ৩.ক; ৪.ক; ৫.গ;

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্নঃ

১. পার্লামেন্টের স্বার্বভৌমত্ব কি? ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্নঃ

১. ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

শাসনতান্ত্রিক রীতি-নীতি বা প্রথাগত বিধান

পাঠ-৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ প্রথা কি তা আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ আইন ও প্রথার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- ◆ প্রথা মান্য করার কারণ বলতে পারবেন;
- ◆ ব্রিটিশ সংবিধানে প্রথার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রথা ঃ

সাধারণত প্রথা বলতে শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কতগুলো অভ্যাস, ঐতিহ্য ও বুঝাপড়াকেই বুঝায়। প্রথাগুলো (Conventions) আইন নয়, কিন্তু আইনের মতই তা মান্য করা হয়। আদালত কর্তৃক প্রথা প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু যারা শাসন পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনা করেন অথবা যাঁরা সরকারের বিরোধিতা করেন, তাঁরা সকলেই প্রথাগুলো মেনে চলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)□প্রথা কে "সংবিধানের অলিখিত নীতি" (Unwritten maxims of the constitution) হিসাবে বর্ণনা করেন। মার্শাল ও মুডি (Marsha and Moodier) প্রথার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, "প্রথা হচ্ছ শাসনতন্ত্রের সকল বিধান যা শাসনব্যবস্থার পরিচালকগণকে অবশ্যই মান্য করতে হয়, কিন্তু বিচারালয়ে প্রয়োগ করা হয় না, যদিও বিচারালয় তাদেরকে স্বীকৃতি দান করে।" জেনিংসের ভাষায়, "প্রথা সংবিধানের শুকনো হাড়ের উপর মাংসের আচ্ছাদন প্রদান করেছে।" প্রথাগত বিধানগুলো ছাড়া লিখিত সংবিধানের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ত এবং শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা অসম্ভব হয়ে পড়ত। প্রথা রাজপদ, মন্ত্রী মন্ডলী, আইনপরিষদ এবং ব্যক্তিগতভাবে রাজার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

মন্ত্রী মন্ডলী, আইনপরিষদ এবং ব্যক্তিগতভাবে রাজার স্বোচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আইন ও প্রথার মধ্যে পার্থক্য

আইন ও প্রথার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য বিদ্যমান ঃ

- আইনকে আদালতের মাধ্যমে সরাসরি বলবৎ করা যায়, কিন্তু প্রথাকে আদালতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে বলবৎ করা যায় না।
- আইনের স্বীকৃতি দেয়া হয় রাষ্ট্রের দ্বারা, কিন্তু প্রথার স্বীকৃতি দেয়া হয় জনসাধারণের দ্বারা।
- প্রথা আইনের তুলনায় অনেক বেশী গতিশীল। কারণ, সংবিধানের সাথে খাপ খাওয়াতে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সহজেই প্রথা উদ্ভাবন করা যায়।
- পার্লামেন্ট কর্তৃক পাশকৃত আইন প্রথার চেয়ে বেশী মর্যাদা ভোগ করে। কারণ, পার্লামেন্টের আইন প্রথাকে পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে।
- আইন সাধারণতঃ আইন পরিষদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয়, কিন্তু প্রথা সেরূপ কোন সংস্থা কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিধিবদ্ধ হয় না, বরং প্রথা ধীরে ধীরে গড়ে উঠে।
- আইন স্থিতিশীল (Static) কিন্তু প্রথা গতিশীল (Dynamic)।
- গ্রেট ব্রিটেনে প্রথাকে আইনের মতই সমাদর ও মান্য করা হয়। ব্রিটেনের ক্ষেত্রে আইন ও প্রথা একে অপরের পরিপন্থী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। অনেক প্রথাকেই পার্লামেন্টে শেষ পর্যন্ত আইনের রূপ দেয়া হয়।

প্রথা কেন মান্য করা হয়?

প্রকৃত পক্ষে প্রথা মান্য করার কয়েকটি বাস্তব কারণ রয়েছে। এ কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **প্রথার প্রয়োজনীয়তা ঃ** রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে প্রথার প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রথা মান্য করা হয়। ওয়েড ও ফিলিপের মতে প্রথাগুলো মেনে চলা হয়, কেননা, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে জনগণ প্রথাকে প্রয়োজনীয় মনে করে।

২. **জনমতের প্রভাব ঃ** গ্রেট ব্রিটেনে প্রথা মেনে চলার প্রধান কারণ হল জনমতের প্রভাব। ব্রিটেনের জনগণ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রথার লংঘন মেনে নেয় না। তারা প্রথা ভঙ্গকারী সরকারী কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনে জনগণ এর বিপক্ষে যায়। এ প্রসঙ্গে লয়েল বলেন, "প্রথাগত বিধানগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার কতকগুলো নৈতিক আচরণ বিধি। এগুলো খেলার নিয়মের মত এবং ব্রিটিশ জীবন যাপনের সাথে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ আবেগ প্রবণভাবে এগুলোকে মেনে চলে।"

"প্রথাগত বিধানগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার কতকগুলো নৈতিক আচরণ বিধি।

৩. **বাস্তব উপযোগিতা ঃ** ব্রিটেনের শাসনপদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় গড়ে উঠা প্রথাগুলোর অপরিসীম বাস্তব উপযোগিতা রয়েছে। এদের লঙ্ঘন ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে বিঘ্নিত করবে। তাছাড়া, প্রথা সরকারকে সময়ের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।

৪. **সাধারণ মতৈক্য বা সম্মতি ঃ** প্রথা সব শ্রেণীর মানুষের সাধারণ মতৈক্য বা সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ায় তাদের এক নৈতিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

৫. **আইনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ঃ** প্রথা অমান্য করা হলে আইনে পরিণত হতে পারে। এ সম্ভাবনাও প্রথা মান্য করার অন্যতম কারণ। যেমন - ১৯০৯ সালে লর্ডসভা কমন্সসভার গৃহীত রাজস্ব বিলকে অগ্রাহ্য করে প্রথা লঙ্ঘন করলে কর্মন্স সভা লর্ডসভার ক্ষমতা হ্রাসের জন্য ১৯৪৯ সালে পার্লামেন্ট এ্যাক্ট পাস করে।

অতএব দেখা যায় যে, প্রথাগত বিধানগুলো স্বতঃফূর্তভাবে মেনে চলার ফলেই টিকে আছে। প্রথাগুলো মেনে চলার পেছনে বহুদিনের পুঞ্জীভূত কারণ রয়েছে। ফলে, যে কোন সরকারই এগুলো মেনে চলতে বাধ্য হয়। এ গুলো না মানলে সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে উঠে।
নিম্নে সংক্ষেপে প্রথার গুরুত্ব আলোচনা করা হল ঃ

প্রথার গুরুত্বঃ

- প্রয়োজনীয় ও জরুরী মুহূর্তে সংবিধানে পরিবর্তন ও সংশোধন আনার জন্য প্রথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- প্রথাগুলো সংবিধানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। কারণ শাসকবর্গ প্রথা অনুসরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ঐতিহ্য মন্ডিত অতীতকে অস্বীকার করে নতুন কোন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি করতে কেহ রাজী হয়না। প্রথাগুলো অমান্য করলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়। সরকারের পতন ঘটে।
- প্রথাগুলো জনগণ বা নির্বাচক মন্ডলীর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- প্রথা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে নমনীয়তা আনার সুযোগ দে'য়।
- প্রথা শাসন-ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবেং সরকারকে সুষ্ঠভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা মূলত প্রথার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়।
- প্রথা নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জেনিংস যথার্থই মন্তব্য করেছেন, প্রথাগত সংবিধানকে কার্যকরী হবার সুযোগ দেয় এবং এরা সংবিধানকে বিকাশমান ভাবধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। (Conventions provide the flesh which clothes the dry bones of Law.)
- বস্তুত প্রথা সাংবিধানিক যন্ত্রের মসৃণকারী তেল স্বরূপ। এটা সংবিধানকে কার্যকর এবং নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে।

সারকথাঃ

ব্রিটেনের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় দেশাচার বা প্রথাগত বিধানগুলো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথাগত বিধানগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই এগুলো যত্নের সঙ্গে লালন পালন করা হয়। ব্রিটেনে প্রথাগুলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নের্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১. প্রথাকে সংবিধানের "অলিখিত নীতি" বলে উল্লেখ করেছেন কে ?
ক. উইলিয়াম অ্যানসন;
খ. মার্শাল;
গ. মুডি;
ঘ. জন স্টুয়ার্ট মিল।

২. প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়-
ক. আইনের দ্বারা;
খ. সংসদের দ্বারা;
গ. জনসাধারণের দ্বারা;
ঘ. বিচারকের দ্বারা।

৩. কমন্সসভা কত সালে লর্ডসভার ক্ষমতা হ্রাসের আইন পাস করে ?
ক. ১৯৪০;
খ. ১৯৪৯;
গ. ১৯৪৭;
ঘ. ১৯৩৭।

উত্তর ঃ ১.ঘ; ২.গ; ৩.ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক-প্রশ্ন

১. প্রথাগত বিধান কি ?
২. আইন ও প্রথার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করন।
৩. ব্রিটেনের প্রথাগত বিধানসমূহ কেন মান্য করা হয় ?

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন